প্রথম আলো

12 JAN 2009

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্তের সিদ্ধান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আলোচিত প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট। একই সঙ্গে পরীক্ষাসংক্রান্ত কার্যক্রম থেকে তাঁদের বিরত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কাশেম আজাদকে আহ্বায়ক করে গঠিত ওই কমিটির সদস্যরা হলেন অধ্যাপক বোরহান উদ্দীন খান, সহযোগী অধ্যাপক রহমত উল্লাহ ও সাংবাদিক সাদেক খান। তিনজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে পৃথক অভিযোগ গঠন করায় নিয়ম অনুযায়ী কমিটিতে অভিযুক্ত শিক্ষকদের পক্ষ থেকে একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন।

এ সম্পর্কে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম এম এ ফায়েজ *প্রথম আলোকে* বলেন, তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন ও তার ভিত্তিতে আইনজ্ঞের মতামত বিবেচনায় এনে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে সিন্ডিকেট। একই সঙ্গে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষাসংক্রান্ত কাজ থেকে তাঁদের বিরত রাখা হবে।

অধ্যাপক ফায়েজ আরও বলেন, সিন্ডিকেটের গঠিত কমিটি নিয়ম অনুযায়ী তদন্ত করবে এবং যত দ্রুততার সম্ভব সিন্ডিকেটের কাছে প্রতিবেদন পেশ করবে। ওই প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকেই পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গত ২৭ নভেম্বর সিন্ডিকেটে উত্থাপিত তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৪-০৫ সালের স্নাতকোত্তর পরীক্ষার একটি পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে বিভাগের তিনজন শিক্ষকের জড়িত থাকার কথা বলা হয়। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, 'পরীক্ষা কমিটির অভ্যন্তরীণ তিন সদস্য যথাক্রমে ড. মো. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া (চেয়ারম্যান), ড. এ এইচ এম আমিনুর রহমান (সদস্য) ও ড. মো. আতাউর রহমান (সদস্য) প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য দায়ী বলে কমিটি মনে করে।'

জানা গেছে, তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আইনজ্ঞ অ্যাডভোকেট ড. নঈম আহমেদ যে মতামত দিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনে দু-একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় থাকলেও সার্বিক বিবেচনায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে পরীক্ষা কমিটির তিন শিক্ষককে দায়ী করার মতো পর্যাপ্ত উপাদান আছে। সে অনুযায়ী পরীক্ষা কমিটির সদস্য তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং তদন্ত কমিটি গঠন করা যায়।

জানা যায়, আইনজ্ঞ মতামতে চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে তদন্ত কমিটি গঠনের পক্ষে মত দেওয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে: প্রশ্নপত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় থেকে ফাঁস হয়নি; শিক্ষার্থীরা সাক্ষ্য দিয়েছে যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে শিক্ষকদের কেউ কেউ জড়িত; প্রশ্নপত্র ফাঁসই হয়েছে, কারণ পরীক্ষার দিনই পত্রিকায় তা ছাপা হয়েছে এবং পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

গত বছরের ২৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের বৈঠক থেকে আইনজ্ঞের কাছে দুটি বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়। তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযোগ গঠন করা যায় কি না এবং সে ক্ষেত্রে একটি খসড়া অভিযোগ গঠন করে দেওয়া। আইনজ্ঞ তদন্ত কমিটি গঠন করার পক্ষে মত দিলেও খসড়া অভিযোগ গঠন না করে ওই দায়িত্ব পালনের জন্য সিন্ডিকেটকে অনুরোধ করেছেন।